দৈনিক ইনকিলাব

113

তারিখ 27 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সবার জন্য শিক্ষা

দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা— এ ধ্বনি আজকে শহর থেকে গ্রামে-গঞ্জেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাস্তব ক্ষেত্রে যদিও সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন, তবুও এর অনেকাংশই নির্ভর করে শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপর। শিক্ষা কর্মকর্তারা যদি সৎ নিষ্ঠাবান ও কর্মোদ্দমী হন তা হলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য লাভ করতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে গেলে সর্বোপরি যে সমস্ত জিনিসগুলো অত্যাবশ্যক, তারই কিয়দাংশ সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

(ক) স্কুল ঘরঃ অন্তত বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে (৩০০ পরিবারের জন্য) একটি করে প্রাথমিক স্কুল ঘর তৈরী করে প্রয়োজনীয় বেড়া, দরজা, জানালা, শ্রেণী কক্ষের ব্যবস্থা করা। যাতে করে শিশুদের বৃষ্টিতে ভিজতে না হয় এবং রোদে পুড়তে না হয়। ছাত্রদের বসার জন্য টুল-টেবিলের ব্যবস্থা করা। চিত্ত বিনোদনের জন্য খোলামেলা খেলার মাঠ, যাতে করে শিশুরা মনের আনন্দে খেলাধুলা করতে পারে।

(খ) প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগঃ নিয়ম মোতাবেক প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলের জন্য ন্যূনতম চার জন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করা। নিয়োগকৃত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অবশ্যই সিএনএড (পিটিআই) ট্রেনিংপ্রাপ্ত হতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ছাত্র অনুপাত (৪০ঃ১) বা ক্রমান্বয়ে আরও বেশী নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(গ) শিক্ষার উপকরণঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণই শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। একজন দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাই তার নৈপুণ্যের মাধ্যমে সহজভাবে শিশুদেরকে পাঠদান কর্মসূচীতে অবদান রাখতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা তাদের উপরই প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল। ব্লাক বোর্ড, চক, ডাস্টার, ছবি, চার্ট, বাস্তব উপকরণ শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

গাজী মোহাম্মদ আলী

(ঘ) পরিদর্শকঃ সহকারী শিক্ষা অফিসার এমনভাবে নিয়োগ করতে হবে যাতে করে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিদর্শন করতে পারেন এবং মাসে অন্তত একদিন উপজেলা শিক্ষা অফিসার পরিদর্শন করতে পারেন। বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষিকাগণকে নিয়ে খোলামেলা মিটিং করবেন (১ ঘন্টা), শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা (শিক্ষা সংক্রান্ত) মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং প্রয়োজনবোধে তা উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে জ্ঞাত করাবেন এবং সমাধানকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষার মান উন্নয়নে সহকারী শিক্ষা অফিসার (বিএড/এমএড ট্রেনিংপ্রাপ্ত) শিক্ষক, শিক্ষিকাগণকে 'ক্লাস্টার' ট্রেনিং-এর মাধ্যমে অধিকতর উন্নত শিক্ষাদানে উপযোগী করে গড়ে তুলবেন।

(ঙ) শিশু জরিপঃ প্রতিটি গ্রামে গ্রামে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মাধ্যমে বছরে অন্ততঃ দু'বার প্রতিটি ঘরে ঘরে যেয়ে ১ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের নামের লিস্ট করা। এরই মধ্যে যে সমস্ত বাচ্চারা স্কুলে যায় না অথবা ভর্তি হয় না তার কারণ বের করা এবং তাদের অভিভাবকদের সাথে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ৫-৬ বছরের বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তির জন্য উপদেশ দান করা ও সহযোগিতা দান করা। সাধারণত বর্ষাকালে যোগাযোগের অব্যবস্থার কারণে অনেক শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না। শিশুরা যাতে বর্ষাকালেও স্বাচ্ছন্দ্যে স্কুলে যেতে পারে সরকারীভাবে এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(চ) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের সাথে সাথে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা, সাহায্যের হাত প্রশস্ত করা এবং উদ্দমের সাথে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান করি। এতে করে এ কাজ ত্বরান্বিত হবে এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রভাবান্বিত হতেও বাধ্য। এরই সাথে সাথে গ্রামে-গঞ্জের মৃতপ্রায় এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে সরকারী আর্থিক সাহায্যে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলার জন্যও সরকারের আশু দৃষ্টি কামনা করি। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম সরকারের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করি।

(ছ) দক্ষ প্রশাসনঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে মহিলারা (মাতৃস্নেহে) অধিকতর অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এ জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মহিলাদেরকে এ কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হর-হামেশা বদলী করা অযথা বিভিন্নভাবে হয়রানি করা থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা। যাতে করে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বদলী সংক্রান্ত ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হয়ে শিক্ষা অফিসের দ্বারগ্রস্ত হতে না হয়। বদলী সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে অন্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয়, তা হলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হতে বাধ্য। অর্থাৎ খোলা প্রাণে তাদেরকে দৈনন্দিন পাঠদান কার্যাবলী পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। সার্ভিস বুক ঠিকঠাক রাখা, মেডিক্যাল বিল, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, টাইম স্কেল ইত্যাদি শিক্ষা কর্মকর্তার দফতরের কাজ। এ সমস্ত ব্যাপারে সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সময় নষ্ট করে অফিসে ধরনা দিতে না হয় সে জন্য শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক সুদৃষ্টি রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ জন্যে সরকারীভাবে নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

"দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা" এ শুধু শ্লোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে এর প্রতিফল সবার ঘড়ে ঘড়ে পৌঁছে দিতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।